দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2 8 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

029

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সমস্যা

ছাত্র-ছাত্রীর দিক দিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ দেশের সর্ববৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

বর্তমানে এর ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২৪ হাজার। দেশের এ বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বিগত কয়েক বছর ধরে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত প্রায় প্রতিদিনই জাতীয় সংবাদপত্রসমূহে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সমস্যার কথা প্রকাশিত হচ্ছে। অথচ আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে চাই, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এর সমস্যার সমাধানে নূন্যতম পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না।

এর ফলে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীগণ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ১১টি আবাসিক হল বন্ধ হয়ে আছে, হলের ছাত্ররা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মানবেতর জীবন যাপন করছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের নিজস্ব কোন যানবাহন নেই। কত দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্যাম্পাসে আসতে হয় তা কেবল ভুক্তভোগী ছাত্ররাই বলতে পারে। এ ছাড়াও কলেজ লাইব্রেরীতে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বই পুস্তকের স্বল্পতা, বিজ্ঞান গবেষণাগারসমূহে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব, শ্রেণী কক্ষের অভাব, শিক্ষকের স্বল্পতা ইত্যাদি। আমরা মনে করি, এসব মৌলিক চাহিদা। মৌলিক চাহিদা পূরণ না হলে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রকৃত প্রাপ্য হতে বঞ্চিত হয়।

সবচেয়ে দুঃখ, উদ্বেগ ও আক্ষেপের বিষয় এই যে, প্রায় ৭ হাজার ছাত্রী বিভিন্ন বিষয়ের উপর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ডিগ্রী, অনার্স, এমএ, এমকম, এমএসসি ও এমএসএস কোর্স সমাপ্ত করছে। কর্তৃপক্ষ এদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা হতে সাধারণ বাসে চড়ে অত্যন্ত দুর্ভোগ সহ্য করে তাদের কলেজে আসতে হয়। পথে বাস বদলিয়ে রোদ বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাসের জন্য অপেক্ষা করে ছাত্রীদের কলেজে পৌঁছতে হয়।

৭ হাজার ছাত্রীর মধ্যে ৩ হাজার ছাত্রীর ঢাকায় কোন অভিভাবক নেই। তারা মফস্বল শহর হতে এসে বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন ও বান্ধবীদের বাসায় থেকে শিক্ষা লাভ করছে। এদের জীবন বড় দুর্বিসহ। ঢাকায় অভিভাবকহীন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের এসব ছাত্রীর জীবন যাত্রার হৃদয় বিদারক কাহিনী কর্তৃপক্ষের কাছে অজ্ঞাত। এই হাজার হাজার ছাত্রীর জন্য কোন মহিলা হল আজও নির্মিত হয়নি।

আমরা মনে করি, এসব সমস্যা আমাদের জাতীয় সমস্যা। জাতীয় ভিত্তিতেই এসব সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। তাই শীঘ্রই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজর সকল সমস্যার সমাধান তথা এই কলেজের ছাত্রীদের জন্য কয়েকটি পৃথক বাস প্রদান ও একটি বহুতল বিশিষ্ট মহিলা হল নির্মাণ করে ছাত্রীদের দুর্বিসহ জীবন হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সরকারের আশু দৃষ্টি প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

— আরজুদা আক্তার (আরজু)